THE MAHABHARUT,

A POEM:

L L 116

BOOK THE FIRST,

IN FOUR VOLUMES.

Translated from the original Sangskrit,

BY KASHEE RAM DASS.

VOL: III.

SERAMPORE:

PRINTED AT THE MISSION PRESS.

1802.

মহাভারত

Translated from the Sansc

ব্যাসোক্ত।

কাশীরাম দাস বিরচিত।

তৃতীয় বহি।

College of Fort William

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল

১৮০২।

মহাভারত।

আদি পর্ব্ব।

চিরকাল বৈশে পাণ্ডু বনের ভিতর
সঙ্গে দুই ভার্য্যা আর কত সহচর।
নিরন্তর ভ্রমে পাণ্ডু মৃগী অন্বেষণে
পর্ব্বত কন্দর ঘোর মহা সাল বনে॥
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী গাণ্ডা ভল্লুক শূকর
[illegible] পাইয়া শব্দ যায় বনান্তর।
[illegible] সেইত এক দিন দেখে নৃপবর
[illegible] যূথের মধ্যে মৃগ মৃগেশ্বর।

কিংদম নামে সেই ঋষির কুমার
মৃগ রূপ ধরি মৃগে করয়ে শৃঙ্গার।
মৃগ দেখি কুরুপুত্র প্রহারিল শর
তীক্ষ্ন শরে ভেদিল ঋষির কলেবর।
শরাঘাতে ঋষিপুত্র করে ছটপটি
মৃগিনী উপর হৈতে ভূমে পড়ি লুটি।
ডাক দিয়া ঋষিপুত্র পাণ্ডু প্রতি বলে
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হৈয়া এ কর্ম্ম করিলে।
মূর্খ দুরাচার যেই হিংসা করে পরে
বড় শত্রু হইলে এ সময় না মারে।
পাণ্ডু বলে মৃগ তুমি নিন্দ কি কারণে
ক্ষত্রিবর্গ মৃগ মারি খাইয়ে যখনে।
পূর্ব্বেতে অগস্ত্য ঋষি মৃগ ভক্ষ কৈল
দেবঋষি ভক্ষ হৈতে মৃগ ধন্য হৈল।

শত্রু সম মৃগে অস্ত্র করিব প্রহার
হেন শাস্ত্র নীত কহে ক্ষত্রির আচার।
ঋষি কহে মৃগবধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম
রমণে বিরোধি কৈলে মহা পাপ কর্ম্ম।
কুরুবংশে জন্মি কর হেন অনুচিত
রতিরসে জ্ঞাত সব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
রাজা হয়ে হেন কর্ম্ম কর দুরাচার
রাজা পাপ কৈলে মজে সকল সংসার।
ঋষির নন্দন আমি তপের সাগর
[illegible] আমিরা থাকি বনের ভিতর।
রূপে করি আমি মৃগিনী রমণ
হেন কালে তুমি মোরে করিলা নিধন।
বলিয়া তুমি না জানহ মোরে
সেকারণে ব্রহ্মবধ নহিবেক তোরে।

মৃগী দেহ মাইলে মোরে এই পাপ নহে
সভেমাত্র পাপ মাইলে মৈথুন সময়ে।
এই হেতু শাপ তোরে দিতেছি রাজন
মৈথুন সময়ে তোর হইবে মরণ।
আমি যেন অশুচিতে যাই পরলোক
এই মত অশুচিতে যাও পরলোক।
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি নহিবে তোমার
কভু মিথ্যা নহিবেক বচন আমার।
এত বলি ঋষি পুত্র তেজিল জীবন
শুনিয়া হইল পাণ্ডু বিষণ্ন বদন।
শোকেতে আকুল হৈয়া করেন ক্রন্দন
প্রদক্ষিণ করি মৃত ঋষির নন্দন।
ভার্য্যা সহ কাঁন্দে রাজা যেন বন্ধুশোকে
অশেষ বিশেষ রাজা নিন্দে আপনাকে।

হেন হেন বড় কুলে : হইল উৎপত্তি
আপনার কর্ম্ম লোক ভুঞ্জিয়ে দুর্গতি।
শুনিয়াছি পিতা মোর কৈল কদাচার
কাম লোভে অল্প কালে হইল সংহার।
তার ক্ষেত্রে জন্ম মোর সহজে অধম
দুষ্ট বুদ্ধি দুরাচার কৈল অতিক্রম।
রাজনীত ধর্ম্ম কত অ াজিয়ে সংসারে
সবতেজি ভুমি মৃগ : রবি অনুসারে।
তার সমুচিত ফল পাইল এত কালে
তয় কর্ম্ম : অনুসার ফলে।
ত্বে ত্যাগ কৈলাম সংসারি বিষয়
জিব তপ করিয়া আশ্রয়।
য়া পৃথ্বী করিব ভ্রমন
য়গন করি নিবারন।

কুন্তী মাদ্রী চাহি রাজা বলে যে বচন
হস্তিনা নগরে দোঁহে কর হ গমন।
ভীষ্ম জ্যেষ্ঠতাত আর কৌশল্যা জননী।
সত্যবতী আই আর অন্ধ নৃপমনি।
বিদুর প্রভৃতি যত সুহৃদ সকল
দেখিলে শুনিলে যত কহিবে সকল।
এত শুনি দুই জন করেন ক্রন্দন
কাঁদিতেং কহে গদ্গদ বচন।
কোন দোষে আমি দোষী তোমার চরণে
হস্তিনা নগর যাইতে বল কার স্থানে।
তোমা বিনু শরীর রাখিব কোন কাযে
কিবা ফল কারনে যাইব গৃহ মাঝে।
তোমা বিনু রাজা গতি নাহি মো সভার
তোমার যে গতি সেই গতি দোঁহাকার।

তপস্যা করিব দোঁহে তোমার সংহতি
তোমার সেবনে রাজা পাইব সন্তুতি।
ফলাহারী হব ইন্দ্র করিব নিগ্রহ
নানা তীর্থ সচ্ছন্দে ফিরিব তব সহ।
হেন মতে আশ্রয় আছয়ে সন্যাসীতে
ধর্ম্ম পত্নি আমি দোষ নাহিক ইহাতে।
নিশ্চয়ে নৃপতি যদি না লবে সংহতি
ক্ষনএক রহি তবে যাহ যে নৃপতি।
তোমার অগ্রেতে মোরা প্রবেশি আগুনে
সচ্ছন্দে নৃ[illegible]ত তবে যাহ যথা মনে।
অনেক বিনয় করি কাঁন্দে দুই জন
দেখিয়া ব্যাকুল তবে হইলা রাজন।
সাধু বলে নিশ্চয় সংহতি যদি যাবে
মহা দুঃখ ক্লেশ তবে অরন্যেতে পাবে।

গাছের বাকল পর তেজহ বসন
শিরে জটা ধর যত তেজ অভরন।
ফল মুল আহারী হও তেজ দিব্য হার
লোভ মোহ কাম তেজ ক্রোধ অহঙ্কার।
স্বামির বচন তবে শুনি দুই জন
ততক্ষনে বাহির করিল অভরন।
কবরি খসাইয়া কৈল শিরে জটা ভার
নৃপতির আগে দিল সব অলঙ্কার।
দেখিয়া নৃপতি মনে হইল বিস্ময়
দোঁহার দেখিয়া বেশ বিদরে হৃদয়।
তবে রাজা তেজে নিজ অঙ্গের অলঙ্কার
সকল তেজিয়া হইল তপস্বী আকার।
যত রত্ন অলঙ্কার দ্বিজে কৈল দান
তপস্যা করিতে রাজা করিল পুস্থান।

অনুচরগণ যত আছিল সংহতি
সভারে চাহিয়া বলে পাণ্ডু নরপতি।
হস্তিনা নগর সব করহ গমন
সভাকারে কহিবে আমার বিবরণ।
যত্নে প্রবোধিবে সভে মায়ের ক্রন্দনে
ধৃতরাষ্ট্রে প্রবোধিবা মধুর বচনে।
পাণ্ডুর বচন এত শুনি সর্ব্ব জন
হাহাকার ধ্বনি সভে করয়ে ক্রন্দন।
শব্দনে নিশ্বাস মুখে গদ্গদ বচন
হস্তিনা নগরে সভে করিল গমন।
এক২ সভাকারে কহিল সমাচার
শুনি নরগণ সভ কৈল হাহাকার।
অন্তপুরে উঠিল ক্রন্দন মহা রোল
উথলে কালেতে যেন সাগর কল্লোল।

ভীষ্ম বিদুর প্রভৃতি আর যত জন
পাণ্ডুর শোকেতে সভে করয়ে ক্রন্দন।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা শুনি হইল অস্থির
নাহি করে অন্ন পান বাহির মন্দির।
রত্নময় পালঙ্ক ছাড়িয়া নৃপবর
ভূমে গড়াগড়ি যায় শোকেতে কাতর।
হেন মতে রোদন করয়ে বন্ধু জন
এথা পাণ্ডু প্রবেশিল গহন কানন।
চৈত্ররথ নামে বন অতি সে বিস্তার
গন্ধর্ব্ব অপ্সর তথা করয়ে বেহার।
সে বন ভেজিয়া রাজা গেল নৈরাশন
বহু নদ নদী তিন করিয়া লঙ্ঘন।
হিমালয় পর্ব্বতে করিল আরোহন
তথা হইতে গেল গিরি গন্ধমাদন।

তথায় আছয়ে ইন্দ্রদ্যুন্ম সরোবর
মহা পুন্য তীর্থ সেই বাখানে অমর।
তাহে স্নান করিয়া চলিল তিন জন
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করিল আরোহন।
মহা উচ্চ গিরিবর দেখিতে উত্তম
অনেক তপস্বী ঋষিগনের আশ্রম।
পর্ব্বত পাইয়া রাজা মহা প্রীত পাইল
ঋষিগন সহিতে তপস্যা আচরিল।
কঠোর তপস্যা তথা করে তিন জন
দিন শেষে ফল মূল করয়ে ভক্ষন।
বরষা আতপ শীত সহে কলেবর
কেবল শরীর তিনে অস্থিচর্ম্ম সার।
ঘোর তপ দেখিয়া বাখানে ঋষিগন
তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইল তিন জন।

স্বর্গেতে যাইতে শক্তি হইল হেন বাসি
তথা হইতে চলিল পুনর্ব্বি সব ঋষি ।
অতি ওষ্ঠ গিরিবর পরশে গগন
স্বর্গেতে যাইতে তিনে কৈল আরোহন ।
পথে যাইতে দেখে সব দেবতার স্থান
নানা রত্নে বিভূষিত বিচিত্র বিমান ।
প্রবল তরঙ্গ বহে গঙ্গা ভাগিরথী
দেব কন্যাগন তথা ক্রীড়া করে নিতি ।
কোন স্থানে দেখে রাজা পর্ব্বত উপর
জলধরগনে বৃষ্টি করে নিরন্তর ।
তাহার অন্তরেতে অগম্য ভূমি দেখি
আচুক অন্যের কাঘ যাইতে নারে পাক্ষি
তিন জন যাই তথা দেখে ঋষিগন
ডাক দিয়া ঋষিগন বলিল বচন ।

কোথা কারে যাহ তুমি দেখি তিন জনে
অগম্য বিস্ময় ভূমি যাহ কি কারনে।
ঋষিগন বচনে বলয়ে নরপতি
পাণ্ডু নামেতে কুরুবংশেতে ওংপতি।
অপুত্রক হইলাম নিজ কর্ম্ম দোষে
সংসার তেজিয়া আমি যাই স্বর্গবাসে
চারি ঋন লইয়া লোক মর্ত্ত্যে দেহ ধরে
ঋনে হইতে পার হইল মুক্ত কলেবরে।
যজ্ঞ করি দেব ঋনে হইবেক পার
মুনিগনে তুষিবেক করি ব্রতাচার।
পিতৃলোকে পার হইব পিণ্ডস্থান থুইয়া
মনুষ্যে হইব পার অতিত ভুঞ্জিয়া।
ঋনেতে পার আমি হইলাম তিন স্থানে
সবে না হইলাম পার পিতৃগন ঋনে।

আপন কুকর্ম্ম ফল না হয় খণ্ডনে
শরীর তেজিতে আমি যাই তেকারনে।
ঋষিগন বলে তুমি পণ্ডিত সুজন
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষন।
পুত্রহীন জন স্বর্গ যাইতে না পারে
দ্বারপালগন তথা দ্বার রক্ষা করে।
অকারনে তথাকারে যাও নরপতি
কদাচিত না পাইবা স্বর্গের বসতি।
পৃথিবীতে বহু দান পুন্য লোক করে।
পুত্রহীন হৈলে স্বর্গে যাইতে না পারে।
স্বর্গেতে যতেক বৈসে দেব সিদ্ধি ঋষি
মর্ত্ত্যে পুত্র জন্মাইয়া সভে স্বর্গবাসী।
এত শুনি বলে রাজা বিনয় বচন
কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ তপোধন।

মুনিগন বলে রাজা থাক এই স্থানে
হইবেক পুত্র তোর দেব বরদানে।
দিব্যচক্ষে আমি সব পাই দরশন
মহাবীর্য্যবন্ত হবে তব পুত্রগন।
ঋষিগন বচনে নিবত্তে নরপতি
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতেতে করিল বসতি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদেব দাস কহে শুনে পুন্যবান।

কুন্তিরে চাহিয়া বলে পাণ্ডু নরবর
আপনি শুনিলে মুনিগনের উত্তর।
দেব হৈতে পুত্র হবে বলে দেবগনে
আপনি করহ তুমি ইহার বিধানে।

মৃগাক্ষষি শাপে শক্তি নাহিক আমার
উপায় করিয়া পিতৃক্ষনে হও পার ।
আর হেন আছে পূর্ব্ব শাস্ত্রের বিধান
বিবরিয়া কহি তাহা কর অবধান ।
স্বয়ংজাত করিসেহ সহজে নন্দন
নতুবা কাহারে পুত্র দেয় কোন জন ।
মূল্য লৈয়া পুষ্য করে পুত্রবৎ করি
আপনি পুবেশে কেহ অন্নং করি ।
পুত্রহীনে কোন জন কন্যা করে দান
তার পুত্র হইলে সে হয় পুত্রবান ।
নতুবা স্বামীর আজ্ঞা লৈয়া কোন জনে
আপন সদৃশ কিম্বা উত্তম জন স্থানে ।
তাহাতে জন্মিলে হয় আপন নন্দনে
পূর্ব্বাপর আছে হেন ব্রহ্মার বচনে ।

সেই অনুশারে আমি বংশের কারন
আজ্ঞা কৈল কর তুমি বংশের রক্ষন।
কুন্তি বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত
কিকারনে কহ তুমি বচন কুচ্ছিত।
আমি ধর্ম্মপত্নী তুমি ধর্ম্মজ্ঞ আপনে
তোমা বিনু অন্য জন না দেখি নয়নে।
তুমি বল শ্রেষ্ঠ হইতে জন্মাহ নন্দনে
তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেবা আছে ত্রিভুবনে।
পুর্ব্বে শুনিয়াছি রাজা মুনিগন স্থানে
বিশ্বভাসু রাজা ছিল পৌরব নন্দনে।
মহারাজা বিশ্বভাসু ধর্ম্মেতে তৎপর
যজ্ঞ করি তুষিলেক যতেক অমর।
তার দক্ষিণায় মত্ত হৈল দ্বিজগন
বাহুবলে জিনিল সকল রাজাগন।

ভদ্রা কন্যা দুই ভার্য্যা পরম সুন্দরী
রাজারে সেবয়ে দোঁহে পুত্র কাম্য করি ।
দোঁহার কামনায় কামুক নরবর
দোঁহার সঙ্গমে ব্যাধি হৈল কলেবর ।
যক্ষ্মাকাশী হৈল ব্যাধি হইল নিধন
অপুত্রকে গেল রাজা কান্দে ভার্য্যাগণ ।
স্বামী বিনা ভার্য্যাজিয়ে ধিক তার প্রাণ
স্বামী বিনা মৃত্যু সুখ নাহিক সমান ।
স্বামীর বিহনে নারী জিয়ে যেই জন
নিত্যি২ ভুঞ্জে দুখ বিবিধ তন্ত্রনা ।
স্বামী পুত্রহীন নারী লোকে অনাদর
গননা না করে কেহ মনুষ্য ভিতর ।
হেন মতে ভদ্রা বহু করয়ে ক্রন্দনে
ডাকিয়া তাঁহারে সব বলে ততক্ষণে ।

Imp. 4481
dt. 14/10/09

না কান্দহ ভদ্রা তুমি ওঠি তাহ ঘরে
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার ওদরে ।
শবের বচনে ভদ্রা গেল নিজ স্থান
শবেরে করিল রাখি যতন বিধান ।
ঋতু যোগে ভদ্রা তবে শবের সঙ্গমে
চারি পুত্র ওদরে ধরিল ক্রমেং ।
শব স্বামী হৈতে ভদ্রা পুত্র জন্মাইল
হেন মত আছে পুর্ব্ব মুনিগন কৈল ।
তুমিহ এখনে রাজা যোগবল মনে
আমার ওদরে জন্ম করাহ নন্দনে ।
পাণ্ডু বলে নহে সেত মনুষ্য শকতি
দৈববলে শব হৈতে পুত্রের ওৎপত্তি ।
তেন রূপ শক্তি বুদ্ধি নাহিক আমার
পুর্ব্ব ধর্ম্ম ওক্তি বুদ্ধি কহি শুন আর

পূর্ব্বেতে না ছিল কুন্তি এ সব নিয়ম
যারে ইচ্ছা যার হয় করয়ে সঙ্গম ।
স্বইচ্ছাতে স্ত্রীগণ যাইত যথা স্থানে
নাহিক বিরোধ পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃজনে ।
নিয়ম করিল ঋষিপুত্র একজন
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন ।
বিভাণ্ডক নামে এক মহা তপোধন
শ্বেতকেতু নাম ধরে তাহার নন্দন ।
পিতা মাতার কোলে ক্রীড়া করে [illegible]
হেন কালে আইল তথা মুনি একজন ।
কামাতুর হৈয়া মুনি ধরে তার মায়
স্বামী পুত্র কোলে হৈতে ধরি লইয়া যায় ।
বিস্ময় হইয়া শিশু চায় পিতা পানে
ক্রোধ মুখে জিজ্ঞাসিল জনক সদনে ।

কোথা হৈতে আইল দ্বিজ বড় দুরাচার
কোথা কারে লৈয়া যায় জননী আমার ।
শুনিয়া বচন মুনি করেন প্রবোধ
পূর্ব্বাপর আছে বাপু না করহ ক্রোধ ।
যার যারে মনরম্য ভুঞ্জয়ে শরীর
নাহিক বিরোধ হেন সৃষ্টি বিধাতার ।
শুনিয়া হইল শিশু অধিক কোপিত
এ হেন কুচ্ছিত কর্ম্ম বিধির সৃজিত ।
সৃষ্টি করে প্রজাপতি নিয়ম না জানে
হেন অনুচিত কর্ম্ম কৈল তেকারণে ।
আজি হৈতে সৃষ্টি মধ্যে করিব নিয়ম
দেখ পিতা আজি মোর তপ পরাক্রম ।
নিজং স্বামী ভার্য্যা ভেজে যেই জনে
পরনারী পর স্বামী করিবে গমনে ।

সং-সারে যতেক পাপে হইবেক পাপী
নরক হইতে পার না হবে কদাপি ৷
স্ত্রী হৈয়া স্বামীর বচন নাহি শুনে
স্বামী যদি নিয়োজয় বং-শের রক্ষনে ৷
অবহেলে স্বামী বাক্য করে অনাদর
চিরকাল মজিবেক নরক ভিতর ৷
হেন মতে মুনিপুত্র নিয়ম করিল
পুর্ব্ব মত তেজি সেই হেন মত হৈল ৷
আর পুর্ব্ব কথা কুন্তি শুনহ বচনে
সুর্য্যবং-শে ছিল নাম সৌদাস নন্দনে ৷
দময়ন্তী ভার্য্যা তার পরম সুন্দরী
অপত্য বিহনে দোঁহে সদা চিন্তা করি ৷
বশিষ্ঠের স্থানে ভার্য্যা নিযুক্ত করিল
মুনির ঔরসে তার বহু পুত্র হৈল ৷

আমা সভাকার জন্ম জানহ আপনে
ব্যাস মুনি যথা হৈল পিতার বিহনে।
বংশ হেতু হেন মত আছে পূর্ব্বাপর
বিস্ময় না কর ইথে ধর্ম্মের ওত্তর।
তেকারনে আজ্ঞা আমি করিল তোমারে
পুত্রার্থী হীন শক্তি পুত্র জন্মাবারে।
কৃতাঞ্জুলি করি কুন্তি মাগিয়ে তোমায়
পুত্র জন্মবার কর আপন ওপায়।
রাজার কার্য্য বাক্য শুনি কুন্তি সুতা
কহিতে লাগিল পূর্ব্ব আপনার কথা।
বাল্যকালে পিতৃ গৃহে ছিলাম যখনে
অতীথি সেবনে পিতা কৈল নিযোজনে।
আচম্বিতে আইল দুর্ব্বাসা মনিবর
মুনির সেবন আমি করিল বিস্তর।

পরম সন্তুষ্ট হৈল মুনি মহাশয়
সেবা বসে মুনি মোরে হইল সদয়।
মন্ত্রবর দিয়া মোরে কহিলেন মুনি
যেই দেব ইচ্ছা তোর হবে সুবদনী।
এই মন্ত্র পড়ি যারে করিবে আহ্বান
অবিলম্বে সে দেব আসিবে তোমা স্থান।
যেই বাঞ্ছা ইচ্ছা কর পাবে সেই বর
এত বলি মুনিবর গেল দেশান্তর।
যখনে এমত আজ্ঞা কৈলে দণ্ডধর
আজ্ঞা কৈলে দেব স্থানে মাগি পুত্রবর।
তোমারে কহিল রাজা পূর্ব্বের বিধান
আজ্ঞা কর কোন দেবে করিব আহ্বান।
রাজা বলে মুনি যদি দিয়াছেন বর
তবে কেন চিন্তা আর ভাবহ অন্তর।

হোম যজ্ঞ পূজা যারে করিয়ে উদ্দেশে
নানা ব্রত্তে অর্চ্চিয়ে পরম দুঃখ ক্লেশে ।
তথাপি দেবের নাহি পাই দরশন
উদ্দেশে মাগিয়ে বর যার যেই মন ।
হেন দেব সাক্ষাতে আপনি দেববর
সুভকার্য্যে সুবদনী বিলম্ব না কর ।
দেবতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম মহাশয়
সর্ব্ব পাপ হরে লৈলে যাহার আশ্রয় ।
সেই ধর্ম্মদেবে তুমি করহ আহ্বান
পুত্রবর কুন্তি তুমি মাগ তার স্থান ।
ধর্ম্মবন্ত হইবেক যেইত কোঙর
মহা বলবন্ত হবে লোকের ভিতর ।
নিয়ম করিয়া ধর্ম্ম করহ স্মরন
আজিকার বিলম্ব না সহে এইক্ষন ।

স্বামীর বচনে কুন্তি করিল স্বীকার
স্বামী প্রদক্ষিন করি কৈল নমস্কার।
আদি পর্ব্ব ভারতের ব্যাসের রচিত
পরম পবিত্র পুন্য শ্রবনে অমৃত।
আয়ু যশ পুন্য বাড়ে যাহার শ্রবনে
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদেব দাস ভনে।

মুনি বলে শুন কুরুকুল অধিকারী
বৎসরেক গর্ব্ভ যবে ধরিল গান্ধারী।
এইত সময়ে তবে ভোজের নন্দিনী
পুর্ব্বে মন্ত্র দিল যে দুর্ব্বাসা বর মুনি।
সেই মন্ত্র জপি ধর্ম্মে করিল আহ্বান
সেইক্ষনে আইল দেব কুন্তি বিদ্যমান।

ধর্ম্মের সঙ্গমে হৈল গর্ব্ভের উৎপত্তি
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী।
ইন্দু চন্দ্র সম কান্তি তেজে দিবাকর
উজ্জ্বল করিল শতসৃঙ্গ গিরিবর।
দিন দুই প্রহরেতে পূন্য তীর্থ যুত
অতি সুভক্ষনেতে জন্মিল কুন্তিসুত।
সেইক্ষনে শুনি ধ্বনি আকাশ উপরে
সকল ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ এই পুত্রবরে।
সত্যব্রত জিতেন্দ্রিয় হবে মহারাজা
এ তিন ভুবন লোক করিবেক পুজা।
এতেক আকাশ বানী শুনিয়ে রাজন
কুন্তিরে চাহিয়ে পুনঃ বলেন বচন।
শুনিলে আকাশ বানী বলে দেবগনে
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি সান্ত হইল নন্দনে।

ক্ষত্রিতে প্রধান গনি বলিষ্ঠ কোত্তর
ধার্ম্মিকে গনিয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মন ভিতর।
তেকারনে কুন্তি তুমি ভজ পুনর্ব্বার
যাহা হৈতে হইবেক বলিষ্ঠ কুমার।
রাজার বচনে কুন্তি ভাবে মনেমনে
দেবগন মধ্যে দেখি বলিষ্ঠ পবনে।
পুনঃ মন্ত্র জপে কুন্তি বায়ুর ওদ্দেশে
সেইক্ষনে বায়ু তথা হইল প্রবেশে।
বায়ুর সঙ্গিযে পুত্র হইল জনম
জাত মাত্র তাহার শুনহ যে বিক্রম।
পুত্র প্রসবিয়া কুন্তি কোলে লৈতে চাহে
তুলিতে নারিল ভারি পর্ব্বতের প্রায়ে।
কিছু মাত্র ভূমে হৈতে তুলিল যতনে
সহিতে না পারি ভার ফেলে ততক্ষনে।

অশক্ত হইয়া ফেলে পর্ব্বত ওপরে
শতশৃঙ্গ পর্ব্বত কাঁপিল থরহরে।
শীলা বৃক্ষ গিরি শৃঙ্গ হৈল চুর্নময়
বালকের শব্দে হৈল গিরিবাসী ভয়।
সিংহ ব্যাঘ্র মহীষাদি যত পশুগন
পর্ব্বত তেজিয়া সভে গেল অন্যবন।
হেন কালে শূন্যবানী শুনি ততক্ষনে
শুন কুন্তি পাণ্ডু এই তোমার নন্দনে।
যতেক বলিষ্ঠ আছে পৃথিবী ভিতর
সভা হৈতে জ্যেষ্ঠ এই মহা বলবির।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এই দুষ্ট জন রিপু
অস্ত্রেতে অভেদ্য এই বজ্রময় বপু।
দেখিয়া শুনিয়া পাণ্ডু হইল বিস্ময়
আশ্চর্য্য হইল কুন্তি দেখিয়া তনয়।

পুনরপি কুন্তিরে বলিল নৃপবর
এইমত জন্ম হৈল যুগল কোঙর।
এক হৈল ধাম্মিক নির্দ্দয় আর জন
সর্ব্বগুন যুত এক জন্মাহ নন্দন।
কুন্তি বলে হেন পুত্র হইবে কেমনে
সর্ব্বগুন পুত্র পাইব কাহা আরাধনে।
হেন শুনি পাণ্ডু জিজ্ঞাসিল মুনিগনে
সর্ব্বগুনে দের মধ্যে আছে কোন জনে।
তারে আরাধিয়া আমি লভিব নন্দন
এত শুনি বলিল যতেক মুনিগন।
সর্ব্ব দেবগন মধ্যে ইন্দ্র দেবরাজ
তাহারে সেবিলে রাজা হবে সিদ্ধি কায
ইন্দ্রের উদ্দেশে তপ কর নৃপবর
নিয়ম করিয়া রাজা কর সম্বৎসর।

অল্পে তপে নহে তুষ্ট দেব পুরন্দর
এত শুনি তপ আরম্ভিল নৃপবর ।
ঊর্দ্ধবাহু এক পদে রহে দাণ্ডাইয়া
সম্বৎসর কৈল তপ পবন ভখিয়া ।
তপে তুষ্ট দেব ইন্দ্র আইল তথায়
কহিলাম তুষ্ট বর মাগ কুরুরায় ।
তোমার বাঞ্ছিত ফল মাগ নরবর
সর্ব্ব গুণে দিব এক তোমার কোঙর ।
বর দিয়া দেবরাজ হৈল অন্তর্দ্ধান
তপ নিবর্ত্তিয়া পাণ্ডু গেল নিজ স্থান ।
কুন্তিরে কহিল পাণ্ডু হরিষ অন্তর
তুষ্ট হৈয়া বর মোরে দিল পুরন্দর ।

সবাঞ্ছিত ফল রাজা হইবে তোমার
সর্ব্ব গুনযুত রাজা পাইবে কুমার।
তপস্যায় ইন্দ্র আমি করিলাম প্রসন্নে
মুনি মন্ত্রে তাহারে তুমি করিবে স্মরনে
স্মরন করিল কুন্তি স্বামির বচনে
দেবরাজ সচীপতি আইল ততক্ষনে।
সঙ্গম হইল ইন্দ্র দিয়ে গেল বর
ইন্দ্রের ওরসে জন্ম হইল কোঙর।
জাত মাত্র শুন্যবানী শুনিয়া গভীর
সুরাসুরে এই পুত্র হবে মহাবীর।
বিষ্ণু জন্ম হৈল তাহা অদিতীর প্রীত
এই মত কুন্তি তোর হইবেক হিত।
পরাক্রমে শিব সম কীর্ত্তি বীর্য্যার্জুন
তিন লোকে বিখ্যাত হইবে পুত্রগুন।

পৃথিবীর রাজা লক্ষ্মী জিনি বাহুবলে
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক করিবে ভূতলে ।
ভ্রাতৃ সহ করিবেক তিন অশ্বমেধ
ভৃগুরাম সদৃশ হইবে ধনুর্ব্বেদ ।
অনলেতে দিব্য অস্ত্র দিব্য মন্ত্র যতে
এ পুত্র না জানে হেন নাহিক জগতে ।
পিতৃ লোক উদ্ধারিবে এই পুত্রবর
খাণ্ডব দহিবে এ তুষিবে বৈশ্বানর ।
এতেক আকাশ বানি হৈল শূন্য হৈতে
অমর কিন্নর সব আইল দেখিতে ।
ইন্দ্র সহ আইল যতেক দেবগন
চন্দ্র সূর্য্য পবন শমন হুতাশন ।
দেখিতে আইল যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর
সিদ্ধ ঋষিগন যত অপ্সরী অপ্সর ।

একাদশ ঋষি তনুপঞ্চাশ পবন
অশ্বিনী কুমার আর বিশ্বাবসুগন ৷
যক্ষ রাজা প্রজাপতি আইল দেখিতে
দেবাঙ্গনা যতেক আইল নৃত্য গীতে ৷
দেবগন ঋষিগন করিয়া কল্যান
নিবর্ত্তিয়া সভে গেল আপনার স্থান ৷
হরসিত হৈল পাণ্ডু ভোজের নন্দিনী
সুরগুন পাসরিল পুত্রগুন শুনি ৷
তবে কত দিনে পাণ্ডু একান্তে বসিয়া
কুন্তি প্রতি বলে রাজা একান্তে ভাবিয়া ৷
পুত্রের আকাঙ্খা মোর তৃপ্ত নাহি হয়
পুনঃ কপি কহিতে তোমার যোগ্য নয় ৷
চতুর্থ পুরুষে নারী বলিয়ে সেরিনি
পঞ্চম পুরুষ হৈলে বেশ্যামধ্যে গনি ৷

তেকারনে তোমারে কহিতে না জোয়ায়
পুত্র আকাঙ্খা পূর্ণ হয় না দেখি ওপায়।
হেন মতে কন্তি সহ কথর কথনে
পুত্র চিন্তা নরবর সদা ভাবে মনে।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

এক দিন পাণ্ডু রাজা একান্ত দেখিয়া
বলিতে লাগিল মাদ্রী নিকটে বসিয়া।
কুরুবংশে তিন বধু আছয়ে সংপ্রতি
ইতি মধ্যে দুই জন হৈল পুত্রবতী।
গান্ধারির শুনিলাম শতেক নন্দন
পাণ্ডাকে কুন্তির পুত্র দেখি তিন জন।

অভাগিনী আমি ইথে হইলাম বঞ্চিত
তোমারে নাহিক মান কর্ম্মের লিখিত ॥
দয়া করি কুন্তি যদি অনুগ্রহ করে
মন্ত্র বলে জপি পুত্র লব দেববরে ॥
সহজে সতিনী কুন্তি কি বলিতে পারি
দেয়বা না দেয় আমি চিত্তে ভয় করি ॥
আপনি বলহ যদি কুন্তিরে এ কথা
তোমার বচন নাহি করিবে অন্যথা ॥
মাদ্রীর বচন শুনি বলে নরবর
মোর চিত্তে এই কথা যাগে নিরন্তর ॥
তোমারে প্রকাশ আমি তেই নাহি করি
শুন কি না শুন তুমি নহ ধর্ম্মনারী ॥
এখনে আপনে তুমি কহিলে আমারে
তোমার কারনে আমি কহিব কুন্তিরে ॥

আমি বাক্য কুন্তি কভু না করিব আন
মাদ্রীরে কহিয়া রাজা গেল কুন্তি স্থান।
একান্তে পাইয়া কুন্তি বলে নরপতি
মোর কুলশ্রেয় হেতু কহি শুন সতী।
ইন্দ্রত্ব পাইয়া ইন্দ্রত্ব যজ্ঞ করে
যশের কারনে আর শাস্ত্র অনুসারে।
বেদে তপে পারগ হইয়া দ্বিজগন
তথাপিহ করে তারা দ্বিজের সেবন।
তেকারনে কুন্তি আমি কহিয়ে তোমারে
মাদ্রীর উদ্ধার কর এ ভব সংসারে।
মাদ্রীর বংশের হেতু করহ উপায়
তার পুত্র হইলে হব এ পুত্র সহায়।
এতেক শুনিয়া কুন্তি কহিল রাজায়
একবার দিব মন্ত্র তোমার আজ্ঞায়।

মাদ্রীরে ডাকিয়া তবে কুন্তি পাণ্ডু প্রীয়া
মন্ত্র বলি দিল তারে প্রসন্ন হইয়া।
একবার দিতে রাণী বলেন বচন
চিন্তিত হইয়া মাদ্রী ভাবে মনে মন।
একবার বিনা কুন্তি না দিবেক আর
কিমতে ওপাঁয়ে হবে অধিক কুমার।
হৃদয়ে ভাবিয়া মাদ্রী যুক্তি কৈল সার
দেব মধ্যে যোগ্য হয় অশ্বিনীকুমার।
অশ্বিনীকুমারে দেবী করিল স্মরন
মন্ত্রের প্রভাবে দেব আইল ততক্ষন।
তাহার ঔরসে জন্ম হইল সঞ্চার
প্রসবিল মাদ্রিদেবী যুগল কুমার।
জন্ম মাত্র শুনি শব্দ আকাশ ওপরে
রূপে গুনে শোভা দোঁহে করিবেক নরে।

হেন মতে ক্রমেং পঞ্চ পুত্র হৈল
পর্ব্বত নিবাসী ঋষি আসি নাম দিল ।
জ্যেষ্ঠ হেতু নাম তার হৈল যুধিষ্ঠির
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সেই হইল ভীম বীর ।
তৃতীয়ে অর্জ্জুন নাম থুইল ঋষিগন
চতুর্থে নকুল নাম মাদ্রীর নন্দন ।
সহদেব নাম থুইল পঞ্চম কুমার
দিনেং বাড়ে যেন দেব অবতার ।
সিংহ গ্রীব সিংহ চক্ষু যাজা সিংহ সম
মহা বীর্য্যবন্ত পঞ্চ সিংহের ভরম ।
পঞ্চ গোটা চক্ষু যেন দেখিতে সুন্দর
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর ।
পুত্র নিরখিয়া রাজা হরিষ অন্তর
হরষিত কুন্তি মাদ্রী দেখিয়া কুমার ।

পুত্র সঙ্গে তিন জন তিলেক না ছাড়ে
ক্ষনেক না করে রাজা নয়নের আড়ে।
হেন মতে পঞ্চ পুত্র করেন পালন
এক দিন কুন্তি প্রতি বলেন রাজন।
পুত্র সম সুখ নাহি সংসার ভিতরে
সব সুখে বঞ্চিত পুত্রহীন নরে।
রাজ্যবন্ত ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত জনে
পুত্র বিনা সংসারেতে সব অকারনে
এই কালে সুখদায় লোকেতে গৌরব
পর কালে নিস্তারয়ে নরক রৌরব।
ভাগ্যবন্ত ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্রের পিতা
তেকারনে কহি শুন ভোজের দুহিতা।
পুনরপি মন্ত্র দেহ মদ্র নন্দিনীরে
বহু পুত্রে বহু সুখ কহিল তোমারে।

শুনিয়া বলেন কুন্তি যুড়ি দুই কর
আর না করিবে আজ্ঞা এমত ওত্তর ।
পরম কপটি মাদ্রী দেখহ আপনে
এক বার মন্ত্র পাইয়া আমার সদনে ।
তাহাতে করিল যুগল নন্দনে
মাদ্রীরে আমার ভয় হয় তেকারনে ।
কৃতাঞ্জুলি করি আমি মাগিয়ে তোমারে
মাদ্রীর কারনে আর না কহিও মোরে
নিঃশব্দ হইল পাণ্ডু কুন্তির বচনে
আর পুত্র হেতু রাজা ক্ষমা দিল মনে ।
পাণ্ডবের জন্ম কথা অপূর্ব্ব কথন
সবাঞ্ছিত ফল লভে শুনে যেই জন ।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ।

নানা সুখে বৈসে রাজা পুত্রের সহিত
ঋতুকালে বসন্ত হইল উপনিত।
বসন্ত কালেতে বন হইল শোভিত
নানা বৃক্ষগন সব হইল পুষ্পিত।
পলাশ চম্পক আম্র অশোক কেশর
পারি ভদ্র কেতকী করবীর পুষ্পবর।
হৃদয়ে আনন্দ পাণ্ডু দেখিয়া কানন
গহন নিকুঞ্জ বনে করেন ভ্রমন।
কুন্তি সহ পুত্রগন রাখিয়া মন্দিরে
মাদ্রী সহ ফিরে রাজা অরন্য ভিতরে
রাজার সহিত মাদ্রী কুন্তি নাহি জানে
গহন কানন মধ্যে ফিরে দুই জনে।
একেতে একান্ত ভার্য্যা বসন্ত পবন
চিরদিন বেহারিতে পীড়িত মদন।

মদনের শরে হৈল অবস রাজন
সঘনে মাদ্রীর রূপ করে নিরক্ষন।
বদন বিকচ পদ্ম পয়োধির জিনি
শ্রবনে পরশে পত্র পঙ্কজ নয়ানী।
যুগল দাড়িম্ব সম দুই পয়োধর
বিপুল নিতম্ব ভারে গমন মন্থর।
কমল গভীর ভাষে বরিষয়ে সুধা
দেখিয়া পাণ্ডুর পীড়িল রতি ক্ষুধা।
মদনে আবৃত রাজা হৈল অচেতন
বিস্মৃত হইল রাজা মুনির বচন।
নিবৃত্ত হইতে শক্তি নহিল রাজার
বলেতে ধরিয়া মাদ্রী করিল শৃঙ্গার।
নিবৃত্তে ডাকে মদ্রের নন্দিনী।
মাদ্রী উচ্চস্বরে ডাকে হাহাকার ধ্বনি।

হাত পা আছাড়ে ছটপট করে
বহু শক্তি করি মাদ্রী বৃক্ষ চাপি ধরে।
মৃগঋষি শাপ প্রভু নাহি তব মনে
ক্ষনেকে প্রমাদ হবে না জান কারনে।
কামেতে পীড়িত পাণ্ডু হইল বিভোল
কাম রসে রাজা না শুনিল মাদ্রী বোল।
কালেতে যে করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে
পরম পণ্ডিত বুদ্ধি কালেতে সংহারে।
সঙ্গম করিতে রাজা মাদ্রীর সংহতি
ঋষি শাপে মৃত্যু আসি হইল উপনিতি।
শরীর তেজিল পাণ্ডু দেখিল সুন্দরী
ক্রন্দন করয়ে মাদ্রী হাহাকার করি।
এথাতে ভোজের কন্যা উচাটিত মন
মাদ্রীর সহিত নাহি দেখয়ে রাজন।

হইল অনেক বেলি যাব কোথা কারে
পুত্র সহ গেল কুন্তি চাহিতে রাজারে।
কত দূর যাইতে শুনিয়ে উচ্চ ধ্বনি
হাহাকার শব্দে ডাকে মদ্রের নন্দিনী।
শব্দ অনুসারে যায় অতি শীঘ্রগতি
দেখিল কাঁদয়ে মাদ্রী কোলে নরপতি।
বজ্রাঘাত মুণ্ডে যেন হইল আচম্বিতে
মূর্চ্ছিত হইয়া কুন্তি পড়িল ভূমিতে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে করয়ে ক্রন্দন
কাঁন্দিয়া মাদ্রীর প্রতি বলয়ে বচন।
কি কর্ম্ম করিল মাদ্রী হৈল স্বামী বধি
এই হেতু তোমারে জোগায় নিরবধি।
কেনে একা আইলে তুমি রাজার সঙ্গতি
কি কারণে নিবৃত্ত না কৈলে নরপতি।

যদ্দিবা আইলা সঙ্গে আনিতা নন্দন
তবে কেনে নরপতি হইব নিধন।
মৃগঋষি শাপ তোর নহিল স্মরণে
সকল তেজিয়া বনে বঞ্চুঁয় কারণে।
অনিমিখে থাক তুমি রাজার রক্ষণে
সঙ্গে আসিয়াছ তুমি জানিব কেমনে।
আপনা খাইয়া মোর হেন হৈল গতি
হারাইব কেন স্বামী থাকিলে সংহতি।
মাদ্রী বলে কুন্তি মোরে নিন্দ অকারণ
অনেক প্রকারে আমি করিলাম বারণ।
দৈবে যাহা করে খণ্ডে কাহার শকতি
না রাখিল আমা বাক্য ভ্রম হৈল মতি।
কুন্তি বলে ভাবি কর্ম্ম না যায় খণ্ডন
সম্প্রতি শুনহ তুমি আমার বচন।